

## বিভক্তির সাতকাহন - ২১

### ভজন সরকার

সে বারের পশ্চিম বঙ্গ ভ্রমণ আমার কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো নানাকারনে । সে বারই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম শক্তি-কে অর্থ্যাৎ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে । আমার বিচারে পঞ্চপাণ্ডবের পরে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শক্তিমান কবি । কবিতাকেই জীবনের একমাত্র আরাধ্য মেনে যে কয়জন কবি বাংলা সাহিত্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন , কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বোধ হয় তাঁদের অন্যতম কিংবা কারো কারো মতে একমাত্র । আধুনিক কবিতার বিষয়কে এতো বিস্তৃত এবং বিচিত্র ক্যানভাসে শক্তি ছাড়া আর কয় জন ছড়িয়ে দিয়েছেন ? তাই সে বার দেখেছিলাম শক্তির অসংখ্য কবিতার উৎসস্থল জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ বনভূমি - “ ডোয়ার্সের জংগল ” আর চা বাগান । শক্তি কেন আমাকে উন্মাতাল করে ওলট-পালট করে দিতো এতোদিন , মেটলির হাঁটে আর ডোয়ার্সের জংগলে নির্জন ডাকবাংলোর পূর্ণিমা রাতে তার কারণ আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সে বারে ।

আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সদ্য পড়া সমরেশ মজুমদারকেও । “উত্তরাধিকার ” আর “কালবেলা ” পড়ে পড়ে মাথা খোয়ানো আমি স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের খোঁজে বেড়িয়েছিলাম আমার নববিবাহিতা বৌকে সাথে নিয়ে । পেয়েছিলাম কী মহীতোষ বাবুকে সে বার? কিংবা হেমলতা কিংবা কোন মদেশিয়া জুলিয়েনের দেখা ? কিন্তু সে বার আমার নববধূ ঠিকই হয়তো বুঝেছিলো , তাকেও সারাটা জীবন মাধবীলতার ভূমিকাই পালন করতে হবে অনিমেষদের আগলে রাখতে !

জলপাইগুড়ির পরে ময়নাগুড়ি ছাড়িয়ে ধূপগুড়িতে আমি ঠিক-ই পেয়ে গেছিলাম আমার আরো কিছু ছোটবেলার বন্ধুকে । জংগল আর জনপদের সীমান্ত শহর এই ছোট ধূপগুড়ি । সমস্ত ভারত বর্ষে র সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর একমাত্র সড়ক যোগাযোগ ধূপগুড়ির ওপর দিয়ে । তা ছাড়া ডোয়ার্সের জংগল আর চা বাগানের সাথে জলপাইগুড়ির যোগাযোগ এই ধূপগুড়ির মাধ্যমেই । ধূপগুড়ি থেকেই শুরু হয়েছে ডোয়ার্স । আমরা সেবারে ভূটান সীমান্ত দিয়ে ভূটানের ভেতরেও ঢুকে পড়েছিলাম । নির্জন পাহাড়ের চূড়ার বৌদ্ধ মন্দিরের ভয়াবহ নীরবতায় আমরা বিমোহিত হয়ে পড়েছিলাম নিজেদের অজান্তেই । এক আশ্চর্য শুদ্ধতা আর বিমুগ্ধতায় নিজেরাই কী হয়ে পড়েছিলাম গৌতম বুদ্ধ ?

ধূপগুড়ি থেকে বানার হাট যেতে বাসে হঠাৎ দেখা আমার ছোটবেলার আরেক বন্ধু সুবিমলের সাথে । সুবিমল মালাকার । পৈত্রিক পেশা শোলা দিয়ে পূজা আর বিয়ের উপকরণ বানানো । মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার বধিষু- অঞ্চল তেরশ্রীতে তখন ওই একটাই মালাকার বাড়ি । বিয়ের টোপর আর প্রতিমার দেহে অলঙ্কারের যে বাহারি কারুকাজ তার জোগান দিতো ওই মালাকার বাড়িই । আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতাম নানা রং যের সে সমস্ত বাহারি কারুকাজ । সুবিমল ছোট বেলা থেকেই শোলার কাজে দক্ষ কারিগর যেনো । আমরা যখন ক্লাশ টেইনে হঠাৎ করে সুবিমল আর ইস্কুলে আসে না । সপ্তাহ গড়িয়ে মাস যায় সুবিমলের কোন খোঁজ নেই । পরে জানাজানি হলো ওরা ভারত চলে গেছে । কেন ওরা ভারত গেলো ? আমাদের দারুন কৌতুহল তখন । সুবিমলের বড়দিদি তখন কলেজে পড়তো । ঠিল বাংলা ছবির নায়িকাদের মত দেখতে । দোলা দিদিকে দেখার জন্যেই আমি অসংখ্যবার গেছি ওদের বাড়ি । পরে শুনেছি ওর দিদিকে রক্ষা করতেই রাতের আঁধারে ওরা পাড়ি জমিয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে ।

ছোট খাটো দুঃখগুলো বুকের ভেতর খচ খচ করে উঠতো । ওই সুবিমলের জন্য আমাদের রাজ্যের মায়া- মমতা জড়ানো তখনও । আমি আর মজিবর ঠিক তার আগের বছর স্বরসতী পূজোর রাতে প্রেম প্রেম খেলারত সুবিমলকে ধরে ফেলেছিলাম স্বরসতী প্রতিমার পেছনে আমাদেরই এক বান্ধবীর সাথে । খেলা থেকে পড়া, প্রেম থেকে দস্যুপনা সমস্ত কাজে আমাদের সাথী সুবিমল এমনি করে চলে গেলো- চলে যেতে পারলো ? আমি আর মজিবর কত বার ভেবেছি তখন । ঠিক মনে আছে, কোন এক আবেগময় মূহুর্তে মজিবরের সে কী কান্না সুবিমলের জন্য । দুঃখের পাথর চাপা কান্না আমারও ।

সেই সুবিমল ধূপগুড়িতে স্টেশনারী দোকানের মালিক । বানার হাটে যাচ্ছিলো ব্যবসার কাজে । প্রায় দেড় যুগ পরে সুবিমল তেমনি আছে আগের মতোই বন্ধু-বৎসল । এক যাদুকরী আদরে আপন করে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা ওর । বানার হাট নেমে অনেকক্ষন আড্ডা হলো আমাদের সুবিমলের সাথে । অবাক বিস্ময়ে দেখলাম , ঠিক ঠিক মনে করে যাচ্ছে সব - শৈশব থেকে কৈশোর । সমস্ত কিছু একে একে বলে যাচ্ছে সুবিমল । দেশে থেকে আমিও হয়তো মনে রাখি নি যা কোনদিন । প্রায় ঘন্টা দুয়েকের আলাপচারিতার পুরোটা জুড়েই ফেলে আসা স্বদেশ ।

খুঁটে খুঁটে সবার কথা -সমস্ত স্মৃতি । কিন্তু মজিবরের কথা বলছে না একবারও সুবিমল - আমাদের হরিহর আত্মা মজিবর ।

ফেরার পথে সুবিমলকে প্রশ্ন করলাম-**মজিবরকে মনে পড়ে তোর?**

আমাকে অন্ধকারের অতলে ফেলে দিয়ে অশ্লীল এক গালি দিলো সুবিমল মজিবরের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে । বুঝলাম দেশ ত্যাগের অসহনীয় যন্ত্রণায় ব্যথিত সুবিমল ব্যক্তি মজিবরকে নয় -প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়কে । বন্ধু মজিবরের স্থান কোথায় সেখানে আজকের সুবিমলের কাছে?

( চলবে )

॥ নভেম্বর, ২০০৬, কানাডা ॥ [sarkerbk@gmail.com](mailto:sarkerbk@gmail.com)